অভিযাত্রিক

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায়

একনজরে অভিযাত্রিক

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন (রেজিস্ট্রেশন নং: এনজিও ব্যুরো- ৩৩০১, জয়েন্ট স্টক - এস ১২০১৩) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত একটি অলাভজনক সংস্থা। অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন মূলত দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০10 সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি সূচনালগ্ন থেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই প্রকল্প পরিচালনা করছে।

১২ লক্ষ
মানুষের জীবনে সরাসরি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে

১ কোটি
মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে নানবিধ সাহায্য সহযোগিতা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম প্রদান করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন এবং তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে নিয়োজিত অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন। স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, শিক্ষার অভাব, জীবিকা নির্বাহের উপায়ের অভাব, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাব নিয়ে জালের মত আটকে ধরে দারিদ্র্য। এই জটিল জালের মূল সূত্রগুলো চিহ্নিত করে দারিদ্র্যের এই চক্র থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দারিদ্র্য বিলোপ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, গুনগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, যথাযোগ্য কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই নগর ও জনপদ, জলবায়ু কার্যক্রম, স্থলজ জীবন ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব নিয়ে বাংলাদেশে বিগত এক যুগের বেশি সময় ধরে নিরলস কাজ করছে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সকলের কাজকে একত্রিত করে টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশকে বদলে দেওয়াই অভিযাত্রিকের লক্ষ্য।

অভিযাত্রিক স্কুল

শিক্ষা কার্যক্রম

গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই পরিবর্তন আনার কেন্দ্রে রয়েছে অভিযাত্রিক স্কুল। ২০১৩ সাল থেকে ঢাকা এবং পটুয়াখালীতে দুটি শাখায় **অভিযাত্রিক স্কুল** কেবল শিক্ষা কার্যক্রমই পরিচালনা করছে না, বরং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিন বদলের আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে রূপ পেয়েছে। বর্তমানে স্কুলের দুটি শাখায় ৬০০ এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছে যাবতীয় শিক্ষার সুবিধা। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার উপরে জোর প্রদান করে অভিযাত্রিকের সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে এখন স্কুলের শিক্ষার্থীর শতকরা ৭৫ জন মেয়ে শিশু। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, নেতৃত্বমূলক গুণাবলি চর্চা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সবকিছুরই আয়োজন করে **অভিযাত্রিক স্কুল**। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ, নেতৃত্ব, দলীয় সংহতি, সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশে অসামান্য অবদান রাখছে।

১৫০০ টাকা
প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মাসিক স্পন্সরশিপ

৮৪০০ শিশু
দেখছে শিক্ষার আলো

৭৫%
শিক্ষার্থী মেয়ে

৪ গুণগত শিক্ষা

৫ জেন্ডার সমতা

সক্ষম

টেকসই জীবিকা কার্যক্রম

অভিযাত্রিকের জীবিকা প্রকল্প **‘সক্ষম’** এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য সীমার নিচের জনগোষ্ঠীকে উপার্জনের পথ তৈরি করে দিয়ে, তাদের জীবনযাত্রার মান এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে তাদেরকে আর আর্থিক সহযোগিতার জন্য কারও কাছে হাত বাড়াতে না হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে সক্ষম প্রকল্প তাদের আয় উপার্জনের পথ খুলে দেয়। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই নয়, জেন্ডার সমতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও সক্ষম প্রকল্প বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য **‘সক্ষম’** প্রকল্প হয়ে উঠেছে একটি আশার প্রতীক।

২৪০০ পরিবার
দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে

১১ টি
জেলায় প্রকল্প চলমান

১ দারিদ্র্য বিলোপ

৫ জেন্ডার সমতা

৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

যাকাতের অর্থ দিয়ে সাময়িক আর্থিক সহায়তার চেয়ে যাকাত প্রার্থীদের আয়ের উৎস তৈরি করে দেওয়াই টেকসই সমাধান- এই উপলব্ধি নিয়ে ২০১৬ সালে মাত্র দুটি পরিবার দিয়ে শুরু হয় সক্ষম প্রকল্প। এই ক্ষুদ্র সাফল্যের স্ফুলিঙ্গে ২০১৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৪০০ পরিবারকে আমরা এনে দিয়েছি আর্থিক মুক্তির ঔজ্জ্বল্য।

এখন আমি ছাগল পালন করতে পারমু, আমার মেলা দিনের ইচ্ছা আছিল নিজে কিছু করার। ছাগল থেইক্কা দুধ পামু, দুধ বিক্রি করমু আর নিজেগো লেইগা রাখমু। এর পরে ছাগলের বাড়াবার পারলে আরও কামাই হইবে ইনশা আল্লাহ্। এই ছাগলগুলা দিয়া আপনেরা আমার মেলা উপকার করলেন।

- মোমেনা আক্তার || সক্ষম ১৪১১

শক্তি

টেকসই জীবিকা কার্যক্রম

‘শক্তি’- অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্প যা হতদরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এনে দিতে কাজ করছে। এই প্রকল্পের অভীষ্ট উপকারভোগী হবে সেসব মানুষ যাদের মাসিক আয় অনুর্ধ্ব ১৬০০ টাকা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ শ্রেণির মানুষেরা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। প্রযুক্তিগত, শিল্পগত এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের বেশিরভাগই ঘটে শহরাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চল এই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার তফাতের এটিও একটা বড় কারণ। অথচ দেশের ৬৫% মানুষই গ্রামের বাসিন্দা।

তাই **‘শক্তি’** প্রকল্পের গ্রামাঞ্চলের উপকারভোগীদের আয়ের উৎস তৈরির পাশাপাশি সামগ্রিক জীবনযাত্রার সেবাও প্রদান করা হয়, যেমন- জীবিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনমূলক সম্পদ প্রদান, ভোক্তা হিসেবে সেবা, সঞ্চয় পরিকল্পনা তৈরি এবং স্বাস্থ্যসেবা। এই বহুমুখী পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনকে অবাঞ্চিত করে ফেলতে চাই।

অভিযাত্রিক

আপ্যায়ন
কমিউনিটি কিচেন

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম

ক্ষুধামুক্তি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রয়েছে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন এবং মুসলিম চ্যারিটি ইউকে এর সম্মিলিত উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে **'আপ্যায়ন কমিউনিটি কিচেন'** প্রকল্প। ধর্ম, বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য সম্মান এবং আতিথেয়তার সাথে খাবার পরিবেশন করা হয় আপ্যায়ন প্রকল্পে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার জন্য দিনে একবার অন্তত পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করা। মূলত সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করা হলেও বিনামূল্যে একবেলা পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনে যে কেউই সাদরে আমন্ত্রিত। **'আপ্যায়ন'** এর অতিথিদের খাবার পরিবেশনে অংশ নেয় অভিযাত্রিকের শিক্ষার্থীরাও, এতে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার মনোভাব। এতে তারা স্বেচ্ছাশ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। খাবার তৈরি এবং পরিবেশনে স্থানীয় মানুষেরাও স্বেচ্ছায় অংশ নেন।

সারা বছর ছাড়াও রমজান মাসে ৩০ দিন চলে আমাদের আপ্যায়ন কমিউনিটি কিচেন। এই সময় একেক দিন একেক রকমের ইফতারের আয়োজন থাকে। কখনো ছোলা মুড়ি, আলুর চপ, কখনো চিকেন-খিচুড়ি, কখনো আবার তেহারি বা চিকেন-বিরিয়ানি। এছাড়াও সবসময় থাকে খেজুর ও শরবত।

এছাড়াও আমাদের আপ্যায়ন কমিউনিটি কিচেনে রয়েছে যে কারো বিশেষ দিন উদযাপনের সুবিধা; যেখানে আপনি আপনার বিশেষ দিনটি কাটাতে পারবেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে একবেলা পুষ্টিকর খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে।

জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলা

জন্মলগ্ন থেকেই অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলায় সামনের সারিতে অবস্থান নিয়েছে, দুর্যোগ কবলিত মানুষের দ্বারে পোঁছে দিয়েছে জরুরি ত্রাণ ও সহায়তা। সাফল্যের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযাত্রিক আজ দেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম, নিরাপদ আশ্রয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাবার ও ত্রাণ জরুরি ঔষধ ও স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রিক লাখো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সর্বদা।

সাম্প্রতিক ২০২৪ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য জরুরি সাহায্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ১৬,৪৭৫টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করেছে। এ সময় আনুমানিক ১৫,২২৯ পরিবারকে প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৯,৫৮,৭১৬ জন মানুষ অভিযাত্রিকের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে মেডিকেল ক্যাম্প (৩০টি) আয়োজন, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন (আনুমানিক ১১,০১২টি) বিতরণ করা হয় যার মাধ্যমে ২৩,৭০০ জন মানুষ স্বাস্থ্য সহায়তা লাভ করে। এছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসন সহায়তায় অভিযাত্রিক ৮৮ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, ৩০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণ, ১০০ পরিবারকে ছাগল, ১০জন জেলেদেরকে মাছ ধরার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং ১০০ জন কৃষকদেরকে পুনরায় চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও কৃষি পণ্য প্রদান করে।

এই জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচীর মাধ্যমে নিরাপদ ও সাম্যের পৃথিবী গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

অভিযাত্রিক

পুনর্বাসন কার্যক্রম

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় আকস্মিক বন্যার পর, সে এলাকার বন্যাদুর্গত মানুষেরা এখনও প্রতিদিন স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসার লড়াই করে যাচ্ছে। তাৎক্ষণিক ত্রাণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম বন্যাকবলিত মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিলেও এখনও অনেক অসহায় মানুষের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি পুনর্নির্মাণ, আয় উপার্জনের ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা কার্যক্রম টেকসই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন বন্যাকালীন সময়ে ত্রাণের পাশাপাশি বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন এবং দুর্গত মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে বন্যায় গৃহহারা মানুষের পুনর্বাসনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আকস্মিক বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অসংখ্য ঘর, অনেক মানুষের ঘর বসবাস অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে। বাস্তুহারা আশ্রয়হীন এই মানুষদের জন্য অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। এখন পর্যন্ত সাড়ে তিনশ'র বেশি ঘর তৈরি হয়েছে।

ব্যক্তি পর্যায়ে সহায়তার সীমানা পেরিয়ে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন স্থানীয় সমাজের উন্নয়নেও কাজ করছে। অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন বন্যাদুর্গত এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা, সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার জন্যও কাজ করছে।

দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার পথ দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের জীবনকে স্বাভাবিক করতে প্রতিটি জরুরী পর্যায়ে সহায়তা করতে পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১১ টেকসই নগর ও জনপদ

প্রজেক্ট গ্রিন সবুজায়ন প্রকল্প

জুন ও জুলাই মাসে অভিযাত্রিক হাতে নেয় আমাদের রাজধানী শহরকে সবুজে ভরিয়ে তোলার প্রকল্প - প্রজেক্ট গ্রিন। কর্মঠ স্বেচ্ছাসেবী, অভিযাত্রিকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় নাগরিকরা সবাই এগিয়ে আসে আমাদের এই প্রকল্পে। তাদের সহায়তায় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ৫,০০০ এর অধিক গাছ লাগানো হয়। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝেও বিতরণ করা হয় অনেক গাছ যা তারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নিজ নিজে এলাকায় রোপণ করেছেন। প্রজেক্ট গ্রিন এর অধীনে আমরা স্থানভেদে দেবদারু, মেহগনি, সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, নিম, কাঠবাদাম, পেয়ারা, লেবু সহ প্রায় ৫০টি প্রজাতির গাছ রোপন করেছি। এই প্রকল্পের সফলতা আমাদের জন্য একটি নতুন সূচনা। আমরা সকলের প্রতি আহ্বান জানাই আমাদের এই উদ্যোগে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর। আমাদের এই প্রিয় শহরকে দূষণমুক্ত করে সবুজে গড়ে তুলতে পারি আমরাই।

অভিযাত্রিক

এডুকেশন
স্পন্সর করুন
মাসিক
৳১৫০০
মাসিক ১৫০০ টাকার বিনিময়ে, একজন শিক্ষার্থী উন্নতমানের শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী, স্কুলের পোশাক, জামা, জুতা, সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা পেয়ে থাকেন।
স্পন্সরশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
যোগাযোগ করুন - ০১৭০১৬৬৬৩০৫ | ০১৭০১৬৬৬৩১২

যেভাবে আপনিও যুক্ত হতে পারেন অভিযাত্রিকের সাথে

ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে

প্রয়োজনীয় পণ্যের মাধ্যমে অনুদান

আমাদের পথচলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে

মতামত প্রেরণের মাধ্যমে

অনুদান পাঠানোর মাধ্যম-

Trust Bank PLC.
A Bank for Financial Inclusion

Account Name: **OBHIZATRIK Foundation**
Account number: **00280210010529**
Bank Name: **Trust Bank Limited**
Branch: **Mirpur**
Swift Code: **TTBLBDDH**
Routing Number: **240262987**
Country: **Bangladesh**

stripe
https://cutt.ly/stripe_donate

Trust Bank PLC.
A Bank for Financial Inclusion

Account Name: **OBHIZATRIK SCHOOL**
Account number: **00280210015293**
Bank Name: **Trust Bank Limited**
Branch: **Mirpur**
Swift Code: **TTBLBDDH**
Routing Number: **240262987**
Country: **Bangladesh**

PayPal
info@obhizatrik.org

Merchant number of bKash, Nagad, Upay, Trust Bank Tap, OK Wallet

বিকাশ নগদ উপায় tap OK wallet

01701666305

Rocket Biller ID
160

অভিযাত্রিক

বাসা ৯, রোড এস ১, ব্লক এফ, ইস্টার্ণ হাউসিং,
পল্লবী ২য় পর্ব, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

01701666306 || 01701666309 || 01701666312

https://obhizatrik.org

info@obhizatrik.org
obhizatrik@gmail.com

/obhizatrik

/obhizatrikfoundation